বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

Bangladesh Madrasah Education Board, Dhaka.

www.bmeb.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি

নং-বামাশিবো/কমন/জেডিসি মেধা বৃত্তি-২০১৮/১১৩৫ তারিখঃ০৪/ ০৪/২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ ২০১৮ সালের জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে "মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি" প্রদান।

সূত্র ঃ মাউশি স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩১.০২৮.১২-৩৫, তারিখঃ ১৭/০১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা-এর ২০১৮ সালের জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত শর্তে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের "মেধাবৃত্তি" ও "সাধারণ বৃত্তি" প্রদান করা হলো, সরকারি নিয়ম ও নীতিমালা অনুযায়ী এ বৃত্তির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
এ বৃত্তি প্রদানের সময় বর্ণিত নিয়ম ও নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

শর্তাবলী

১. ক) বৃত্তির গেজেটে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী যে প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিধি মোতাবেক বৃত্তির টাকা উত্তোলন করতে হবে।
খ) বৃত্তিধারী শিক্ষার্থীদের সদাচরণ, বিদ্যালয়/মাদ্রাসায় নিয়মিত উপস্থিতি ও সন্তোষজনক পাঠোন্নতি সাপেক্ষে বৃত্তি প্রদান করতে হবে।
গ) এ বৃত্তি গুলোর সংখ্যা,হার ও মেয়াদ আপাততঃ নির্ধারিত। প্রয়োজনবোধে সরকার কোন কারণ না দেখিয়ে তা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবে।

২. বাংলাদেশ অভ্যন্তরে মঞ্জুরী (অনুমোদন) প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বৃত্তি কার্যকর হবে। মঞ্জুরী (অনুমোদন) প্রাপ্ত নয় এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বৃত্তি কোনক্রমেই কার্যকর হবে না। সরকারী আইন অনুযায়ী অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য নয় এবং অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকাল পাঠ বিরতি (ব্রেক অব স্টাডি) হিসেবে গণ্য হবে।

৩. সকল মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী (অধ্যয়নরত কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী) বৃত্তির বার্ষিক এককালীন অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

৫. ক) অনিয়মিত কোন শিক্ষার্থী বৃত্তি পাবে না।
খ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীগণকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

৬. এ বিজ্ঞপ্তিতে বৃত্তির তালিকাভূক্ত শিক্ষার্থীগণ পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে বৃত্তি পেয়ে যদি পরবর্তীকালে সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন দেশি বা বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকে তবে সে উভয় বৃত্তি ভোগ করতে পারবে।

৭. ক) **জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অনুপাতে উপজেলা/থানাওয়ারী বন্টন করা হয়েছে। এ বৃত্তির টাকা কেবলমাত্র ৯ম এবং ১০ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীরা প্রাপ্য হবেন।
খ) সকল বৃত্তির ন্যূনতম যোগ্যতা জিপিএ ৩.০০ (৪র্থ বিষয় ব্যতীত)।
গ) উভয় প্রকার(মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে থানা/উপজেলার সর্বোচ্চ নম্বরধারী ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি বিবেচনা না করে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

ঘ) মেধা কোটায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপাত যাই হোক না কেন মেধা ও সাধারণ উভয় কোটা মিলিয়ে সার্বিকভাবে ছাত্র/ছাত্রীদের সমানুপাতিক হারে (৫০:৫০) বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৮. **জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, মাসিক হার, মেয়াদঃ**

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বাৎসরিক)	বৃত্তির হার (মাসিক)	বার্ষিক (এককালীন)	বৃত্তির মেয়াদ
জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC)	মেধা	৩০০০টি	৪৫০.০০টাকা	৫৬০.০০টাকা	২ বছর
	সাধারণ	৬০০০টি	৩০০.০০টাকা	৩৫০.০০টাকা	

০৯. বৃত্তির টাকা তোলার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীদের বৃত্তির বিলে তার পাঠোন্নতির সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

১০. বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ বৃত্তি বদলীর ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী অবশ্যই বোর্ড কে জানাবেন, অন্যথায় প্রয়োজনীয় অনুমতির অভাবে সংশ্লিষ্ট বৃত্তির টাকা তোলা না গেলে সে জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণই দায়ী থাকবেন।

ক) সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের নাম (খ) যে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়া হয়েছে সে পরীক্ষার নাম,সন ও কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর রোল নম্বর ও শাখা (গ) যে বোর্ড হতে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে তার নাম এবং বৃত্তির প্রকার (ঘ) যে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে তার নম্বর ও তারিখ এবং তাতে (পৃষ্ঠা নং সহ) শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ক্রমিক নম্বর (ঙ) সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী/সাব ট্রেজারী/জেলা/উপজেলা/থানা হিসাবরক্ষণ অফিসারের নাম (চ) ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি (ছ) বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ভর্তির তারিখ (জ) শিক্ষার নিয়মিত অগ্রগতি হিসাবে বর্তমানে শিক্ষার্থী কোন বর্ষে অধ্যয়নরত (ঞ) বৃত্তির টাকা এ যাবৎ যে তারিখ পর্যন্ত তোলা হয়েছে ইত্যাদি। বৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা না হলে সরকারী কোষাগারে ফেরত দিয়ে ট্রেজারী চালানের সত্যায়িত কপি সহ বদলীর আবেদন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা সরকারী কোষাগার থেকে উত্তোলন না করে থাকলে প্রত্যয়নপত্রে তা উল্লেখ করতে হবে

১১. এ বিজ্ঞপ্তিতে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা বোর্ড সংরক্ষণ করে। প্রয়োজনবোধে কোন রকম কারণ না দেখিয়ে কোন বৃত্তি বাতিল করার ক্ষমতাও বোর্ড সংরক্ষণ করে। বৃত্তির টাকা প্রদানের পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এ মর্মে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবেন যে, তারা বোর্ডের বৃত্তি সংক্রান্ত নিয়ম কানুন মেনে চলবে অন্যথায় বৃত্তির টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

১২. **বৃত্তির অর্থ উত্তোলন ও বন্টন (জেডিসি)ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সরকার নির্ধারিত বিল ফরমে বৃত্তি খাতের কোড নম্বর উল্লেখপূর্বক বিল প্রস্তুত করে উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে বিল জমা দিয়ে চেক সংগ্রহ করবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তির অর্থ নগদ প্রদানের পরিবর্তে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে হিসাব (Account) খুলে উক্ত (Account)-এর মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বৃত্তির টাকা সময়মত না তোলার জন্য কোন বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সে জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণই দায়ী থাকবেন।

১৩. বৃত্তির ১ম কিস্তির অর্থ উত্তোলনের মেয়াদ ৩০ শে জুন, ২০১৯ অতিক্রম হলে বৃত্তিটি যদি তামাদি হয় সে ক্ষেত্রে পরবর্তী অর্থ বছর মহা-পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বকেয়া পুনঃমঞ্জুরীর আদেশ গ্রহণ সাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বৃত্তির অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

১৪. যে সকল শিক্ষার্থী একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে, এ বিজ্ঞপ্তি বলে তাদের বৃত্তির টাকা তোলা যাবে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে এরূপ নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের স্বীকারোক্তি এবং পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি বাতিলের সত্যায়িত কপিসহ প্রকৃত অধ্যয়ন স্থল সম্পর্কে অতি সত্তর বোর্ডকে জানাতে হবে যাতে সত্তর বোর্ড হতে

বৃত্তির টাকা তোলার চূড়ান্ত নির্দেশ নিয়ে ৩০শে জুন/২০১৯ এর মধ্যে টাকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের দিতে পারবেন, অন্যথায় প্রয়োজনীয় অনুমতির অভাবে এরূপ শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা সময়মত তোলা না গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণই দায়ী থাকবেন।

১৫. বিলম্বে ভর্তি,প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন,বিষয় পরিবর্তন এবং অসুস্থতার কারণে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর পাঠ বিরতি গ্রহণযোগ্য। তবে সে ক্ষেত্রে বৃত্তি নিয়মিতকরণ বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিতকরণ করবে।

শর্তাবলী:৬

(i) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-১১২, তারিখ: ০৪/০২/২০১৬,
(ii) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩১, তারিখ: ১৩/০৩/২০১৪,
(iii) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩০, তারিখ: ১৩/০৩/২০১৪,
(iv) শিম/শাঃ১০/৮(অভি)-১/২০০৫/৩০৯, তারিখ: ০৬/০৬/২০১১, সংখ্যক প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অনুসরণীয়।

১৬. এই বৃত্তির ব্যয় চলতি (২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের ''১২৫০২০১-১০৮৭৬২-৩৮২১১১৭'' বৃত্তি/স্কলারশীপ খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

এ বিজ্ঞপ্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হল।

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৬১২৮৫৮

নং-বামাশিবো/কমন/জেডিসি মেধা বৃত্তি-২০১৮/১১৩৫/১৬ তারিখঃ০৪/ ০৪/২০১৯ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১. মাননীয় সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহা-পরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. হিসাব-মহানিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ, ঢাকা।
৬. প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৭. তত্ত্বাবধায়ক,বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (বিজ্ঞপ্তিটি) গেজেট আকারে প্রকাশ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো।
৮. সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/ কুমিল্লা/ রাজশাহী/যশোর/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর।
৯. বাংলাদেশের সকল জেলা/উপজেলা/থানা/হিসাব রক্ষণ অফিসার। (বৃত্তির টাকার বিল পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)।
১০. ট্রেজারী/সাব ট্রেজারী অফিসার (সকল)।
১১. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)।
১২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৪. জনাব আমির উদ্দিন, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (**বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো**)।
১৫. সহকারী পরিদর্শক, ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল।
১৬. সংশ্লিষ্ট সকল মাদ্রাসা প্রধানগণ।

(তৈয়ব হোসেন সরকার)
উপ-রেজিস্ট্রার (কমন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।
ফোনঃ-৯৬৭৫৪০৩